# ছাত্র ও শিক্ষক

ইয়াং মিয়াও



বসন্তকাল। ভোর হয়ে আসছে। সূর্যের ভী আলোর রেখা আকাশের ঘন নীল ভেদ করে প্রকাশের পথ খুঁজে নিয়েছে। সুদূর প্রান্তর আবছা কুয়াশায় ঢাকা। পথের দু'ধারে তাকিয়ে দেখতে পাই সবুজ গম গাছের সতেজ পাতাগুলো মুক্তোর মতো শিশির বিন্দু বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে কমিউনের ট্র্যাক্টর - ষ্টেশনের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছি। ছোট ট্র্যাক্টর সম্পর্কে আলোচনা করতে একজন অভিজ্ঞ কর্মী আসবেন। তাকে নিয়ে আসতে হবে। তাছাড়া স্কুল প্রধান লি নিজেই আমাকে কিছু নতুন সংবাদ জানিয়েছেন। কমিউন আমাদের স্কুলের জন্য একজন শ্রমিক- অধ্যাপক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লবী চিন্তাকে প্রয়োগের জন্য আমি আমাদের সকল প্রচেষ্টা নিয়ে তার অপেক্ষায় আছি।

ট্র্যাক্টর- স্টেশনটি অদ্ভুত রকমের শান্ত। অতবড় জায়গায় মাত্র একটাই ছোট ট্র্যাক্টর দাঁড়িয়ে আছে। অফিসের কর্মরত লোকটির সঙ্গে দেখা করতেই বলল, আমি যে শিক্ষক শ্রমিকের খোঁজ করছি তিনি এসেছিলেন। হঠাৎ কমিউন থেকে জরী সংবাদ পেয়ে চলে গেছেন। আর কোন ট্র্যাক্টর চালক নেই। চাষের কাজে মাঠে চলে গেছে।

এখন আমি কি করব? ভাবতে ভাবতে স্টেশনের চারপাশটা ঘুরে মনে হচ্ছে শিক্ষকশ্রমিকটির ফিরে আসতে দেরী হবে। কিন্তু আমার উদ্যোগকে আমি কিছুতেই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে দিতে পারি না। কর্মরত লোকটির নিকট জানতে চাইলাম, ট্র্যাক্টরটি আমি নিয়ে যেতে পারি কিনা।

দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি চালাতে জানেন?'

'চাষীদের সঙ্গে কাজ করার সময় সামান্য শিখেছিলাম' বলেই ট্র্যাক্টরটির ওপর উঠে বসলাম। ইঞ্জিন চালু করে স্টেশনের চারপাশে পাক দিলাম।

'ঠিক আছে। এতেই হবে। কিন্তু খুব সাবধান।' লোকটি আমাকে সতর্ক করে দিল।

এবার আমি ট্র্যাক্টরটি নিয়ে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললাম।

যদিও একটু আগেই বলেছি চালাতে জানি, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমি কোনদিন একা ট্র্যাক্টর চালাই নি। কাজেই খুব সতর্কভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলাম। হঠাৎ মোটর থেকে একটা বিকট শব্দ বের হতে লাগলো। মুহূর্তের মধ্যে ট্র্যাক্টরটি দাঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে নেমে যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখলাম। কিছুই বুঝলাম না। পুনরায় ট্র্যাক্টরটিতে উঠে মোটরটি চালু করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। সূর্য অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে। মনের মধ্যে চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। কি করবো ভেবে উঠতে পারছি না।

হঠাৎ কে যেন আমার কাঁধে হাত রাখলো। 'স্যার, ইঞ্জিনে গোলমাল দেখা দিয়েছে?' মুখ তুলে দেখি একজন সবল যুবক আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। যুবকটির মুখে অদ্ভুত সরলতা। গায়ে হাল্কা জ্যাকেট। জ্যাকেটের কলারটি খোলা। মার্চের এই ঠান্ডা বাতাসকে সে যেন অবহেলা-ভরে অবজ্ঞা করছে। কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখে মনে হয় দ্রুত ছুটে এসেছে। আর কোন কথা না বলে কাঁধে ঝোলানো সবুজ ব্যাগ থেকে যন্ত্রপাতি বার করে ইঞ্জিন সারাতে লেগে গেলো। একটা সিগারেট খেতে যতটুকু সময় লাগে, তার চেয়েও কম সময়ে সে কাজ শেষ করলো।

'ইঞ্জিন ঠিক হয়ে গেছে। আপনি উঠে বসুন। আমি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।'

'তুমি..... ?' ওকে ভালভাবে লক্ষ্য করি।

'আমি আপনার ছাত্র ছিলাম!'

এই চাওড়া কপাল, চোখের ওই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সব যেন আমার খুব পরিচিত। হঠাৎ অতীতের কথা মনে পড়ে গেলো। এ হচ্ছে হো চি চিয়াং - সেই ছাত্রটি, যে ক্লাশে সব সময় জ্বালাতন করতো। এখন কতো বড় হয়েছে। কয়েক বছর আগের একটা অপ্রীতিকর ঘটনার কথা মনে হতেই লজ্জায় মুখটা লাল হয়ে উঠলো।

গরীব কৃষক পরিবারের এই ছেলেটি ছিল ভীষণ কড়া মেজাজের এবং অসম্ভব জেদী। প্রশ্ন করতে সে ভয় পেত না। সব সময় জোরের সঙ্গে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করতো।

মনোযোগ দিয়ে ক্লাশের পড়া শুনতো। কিন্তু ওর অদ্ভুত সব প্রশ্ন আমাকে পাগল করে তুলতো। একবার বিভিন্ন স্কুল থেকে কয়েকজন শিক্ষক আমাদের স্কুলে এলেন। উদ্দেশ্য পড়ানোর অভিজ্ঞতার বিনিময় ঘটানো। আমি হো কে নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলাম। কি জানি হয়তো ক্লাশ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নের জ্বালায় অস্থির করে তুলবে। বার বার সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলাম সেদিন যেন শান্তভাবে ক্লাশ করে। ক্লাশ শুরু হলো। পাম্পের বিভিন্ন ধরণ এবং কার্যাবলী নিয়ে ক্লাশে আলোচনা করছিলাম। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে হো প্রশ্ন করল, 'স্যার, আমাদের ব্রিগেড কি ধরনের পাম্প ব্যবহার করে?'

আমি তার প্রশ্নের জবাব দিতে পারলাম না। মনে হল সে যেন ইচ্ছাকৃতভাবে আমাকে অপদস্থ করতে চাইছে। কিছুটা আত্মরক্ষামূলকভাবে বললাম, 'আজ ক্লাশে যা পড়ানো হচ্ছে তার সঙ্গে তোমার প্রশ্নের কোন সম্পর্ক নেই।' সে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, 'আমাদের পড়াশুনোর সঙ্গে উৎপাদনের বাস্তব অবস্থার কোন সম্পর্কই নেই।'

বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন? তার এই মন্তব্যে আমি খুব বিরক্তি বোধ করলাম। পরবর্তী সাতদিন ওর সঙ্গে কোন কথা বলিনি। এঘটনার পর থেকে আমাদের পরস্পরের সম্পর্ক ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

এমুহূর্তে মনে হচ্ছে আমি জেগে স্বপ্ন দেখছি। এই যুবকই হচ্ছে সেদিনের সেই জ্বালাতনকারী ইয়ং হো যে দাণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ট্র্যাক্টরের মোটর সারিয়ে

ফেলল। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে কি অদ্ভুত দক্ষতা অর্জন করেছে। সব কেমন অবিশ্বাস্য মনে হতে লাগলো। পিছনের স্মৃতিগুলোকে তন্ন তন্ন খুঁজে দেখতে চাইলাম।

'নবীন শিক্ষক ওয়ান, একটু অপেক্ষা কন।' কে যেন বলে উঠলো। আমার চিন্তায় ফাটল ধরলো। কে এই নবীন শিক্ষক? মুখ ফিরিয়ে দেখি ব্রিগেডের মিল থেকে একজন বৃদ্ধ ইয়ং হো কে অভিবাদন জানাতে ছুটে আসছে। মুহূর্তে ট্র্যাক্টর থামিয়ে হো আনন্দে চীৎকার করে উঠল। 'কাকা!' একদল ছেলে আনন্দে চীৎকার করতে করতে মিল থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। 'নবীন শিক্ষক ওয়ান আপনি ঠিক সময়ে এসে পড়েছেন,

'আমরা একটা নতুন গম ভাঙাবার মেশিন বসাচ্ছি। আপনি আমাদের সাহায্য করবেন।' বলতে বলতে ছেলের দল হো কে কাঁধে তুলে নিয়ে মিলে প্রবেশ করল।

এইসব দেখে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। নবীন শিক্ষক ওয়ান! কি আশ্চর্য! ওকে ওরা সবাই ওই নামে ডাকছে! বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলাম 'কাকা, ওর নাম হো নয়'?

উত্তরে বৃদ্ধ বলল, 'হ্যাঁ ওর কাঁধে সব সময় একটা ব্যাগ ঝোলানো থাকতো। ব্যগটি বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। যখনি সে সময় পেতো, ব্রিগেডের মেশিন, মোটর ইত্যাদি সারাই করতো। ইলেকট্রিকের লাইন খারাপ হলে ঠিক করে দিত। যেখানেই প্রয়োজন সেখানেই হো। এই ভাবে কিছুদিন চলার পর গ্রামের সবাই ওকে এই নাম দিয়েছে। নবীন শিক্ষক ওয়ানের উপস্থিতি মানেই সব ঠিক হয়ে যাবে। সে সব কিছু সারাতে জানে। এখনতো লোকে ওর আসল নামটাই ভুলে গেছে।'

ঠিক তক্ষুনি হো মিল থেকে বেরিয়ে এলো। নতুন মেশিন সোনা হয়ে গেছে। উল্লসিত ছেলের দল একসাথে বলে উঠলো 'রাতে একবার আসবেন। ভুলবেন না কিন্তু।'

'ভুলে যাবার প্রশ্নই উঠে না। আমি ঠিক আসবো।' খুশী মনে হো কথা দেয়। তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'ব্রিগেড যন্ত্রপাতি সম্পর্কে পড়াশুনো আরম্ভ করেছে। বিকেলে এসে আমাকে শেখাতে হবে। স্যার, আমরা একদল কুশলী কারিগর গড়ে তুলতে চাই। এভাবেই আমরা ব্রিগেডের মেশিনগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবো। প্রয়োজনে নিজেরাই মেরামত করে নেব।এমনকি খুব কঠিন মেরামতের কাজও কমিউনের মধ্যেই সম্ভব হয়ে উঠবে।' তারপর সবুজ ব্যাগ থেকে একটা মোটা নোট বই বেরকরে আমার হতে দিয়ে বলল, 'ইলেকট্রিক এবং মেশিনের বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে শিক্ষা দেবার জন্য কিছু উপাদান আমরা সংগ্রহ করেছি। সব এতে লেখা আছে। দয়া করে পড়ে দেখুন। সমালোচনা কন এবং নতুন প্রস্তাব দিন।'

ট্র্যাক্টরটি আবার চলতে শু করেছে। নোটবইটি খুলে পড়তে আরম্ভ করলাম এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে ডুবে গেলাম। অক্লান্ত পরিশ্রমী এই যুবকটির প্রতি আমার শ্রদ্ধা ক্রমেই বেড়ে চলল। ওর উজ্জ্বল মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ। সংগ্রামী কর্মজীবন আজকের যুব সমাজকে ইস্পাতের দৃঢ়তা এনে দিয়েছে জীবন সম্পর্কে এই নতুন অভিজ্ঞতা আমাকে ভীষণ উত্তেজিত করে তুললো। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখলাম।

'আমরা পৌঁছে গেছি' বলে হো ট্র্যাক্টরের গতি কমিয়ে দিল। রাস্তার সংযোগস্থল থেকেই দেখতে পেলাম আমাদের স্কুলের ছাদে লাল পতাকা উড়ছে।

' তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ ইয়ং হো।' বাকি পথটুকু আমিই নিয়ে যেতে পারবো। তুমি তোমার কাজে যাও। আর তোমার সময় নষ্ট করতে চাই না।

হো-র মুখে হাসি ফুটে উঠল। 'স্যার আমরা একই দিকে যাচ্ছি।'

' তুমি আমাদের স্কুলেই যাচ্ছ!' আমি অবাক হলাম।

' কেন আপনারা ট্র্যাক্টর স্টেশনে এক জন্যে কর্মী পাঠাতে পারেননি?' হো জিজ্ঞেস করলো।

' কি বললে! তুমি সেই শিক্ষক-শ্রমিক যাকে আমি আনতে গিয়েছিলাম?' কি অদ্ভুত যোগাযোগ! যাকে ট্র্যাক্টর স্টেশনে খুঁজে না পেয়ে চলে এসেছিলাম সে আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে! ঘটনার আকস্মিকতায় আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলাম। হোকে বললাম, 'ট্র্যাক্টরটি স্কুল প্রাঙ্গণে চালিয়ে নিয়ে যাও। এবার আমরা আমাদের ক্লাশের জন্য একটা সত্যিকারের ট্র্যাক্টর পেয়েছি।'

কিন্তু হো ব্রেক চেপে বসে রইল। হঠাৎ গম্ভীর ভাবে বলল, 'আচ্ছা স্যার, আমাদের স্কুলের নিজস্ব জমি নেই? পুরনো প্রথায় শিক্ষা দিতে চাইছেন কেন? ট্র্যাক্টরটিকে শুধু মডেল হিসেবেই ব্যবহার করবেন? প্রতিক্রিয়াশীল পথ অনুসরণ করে অতীতে আমরা অনেক নির্যাতন সহ্য করেছি। স্কুলের চার দেয়ালে ছাত্রদের আটকে রেখে, বই পড়িয়ে আর ভুয়ো গাজের কথা বলে, শিক্ষা দিয়েছেন। প্রায় প্রতিদিন আমরা পরীক্ষিত হয়েছি। অনেক পরীক্ষা দিয়েছি। কিন্তু যখন স্নাতক হয়ে বেরিয়ে এসেছি, একটা বৈদ্যুতিক তার টেনে বাতি জ্বালাবার যোগ্যতাও অর্জন করিনি। আমরা স্কুল গন্ডীর বাইরে বেরিয়ে আসবোই। পুরাতন পঙ্গু শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবো।'

সত্যিকথা বলতে কি ইয়ং হোর চিন্তা ধারাই সঠিক। আমার মনে কেন এ ধরনের চিন্তা এলা না? আসলে আমি এখনো অনেক পেছিয়ে আছি। প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার আবর্জনা আমার মনের গভীরে প্রভাব বিস্তার করে আছে। গম্ভীরভাবে বললাম, 'ইয়ংহো তুমি ঠিকই বলেছ। ট্র্যাক্টর কে সোজা মাঠের মধ্যে চালিয়ে নিয়ে যাও। আমাদের ক্লাস ওখানেই হবে। আমি এক্ষুনি ছাত্রদের ডেকে আনছি।' দ্রুতবেগে স্কুলের দিকে ছুটলাম।

এক নিশ্বাসে দোতলায় উঠে ক্লাশে প্রবেশ করলাম । কিন্তু কই, কাউকেতো দেখছিনা! সব গেলো কোথয়? ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা গুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তিটির প্রতি দৃষ্টি পড়ল।

শিক্ষক পিই, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি জমিতে দাঁড়িয়েই ছোট ট্র্যাক্টর সম্পর্কে শিক্ষা নেব , ক্লাশের মধ্যে বদ্ধ থেকে নয়। কঠোর শ্রম করে বাস্তব অবস্থার মধে দিয়েই আমরা শিক্ষালাভ করতে চাই। 'অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করার নীতি আমরা দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করবো। শিক্ষাব্যবস্থা থেকে প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাবকে চূর্ণ করে সর্বহারা শ্রেণীর সংগ্রামী ইতিহাসের নতুন অধ্যায় রচনা করতে চাই। শিক্ষক লি সম্মত হয়েছেন। তিনি আমাদের সঙ্গে মাঠে গেলেন।

আমরা আপনাকেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনিও আসুন। আমাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দিন।

স্বাক্ষরঃ
সমস্ত লাল রক্ষী- বাহিনী,
এক নম্বর শাখা। দ্বিতীয় বর্ষ।

কি দুর্দান্ত তেজ! আমাদের তণ অগ্রগামী বাহিনী দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে। আমিও মাঠের দিকে ছুটলাম।

ভুট্টা ক্ষেতে হাসি আর চীৎকার শোনা যাচ্ছে। সূর্যের আলো ঠিকরে পড়া স্বচ্ছ জলে শিক্ষক ও ছাত্রদের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। নীল আকাশের সাদা মেঘের নিচে দৃশ্যমান মুখগুলো অসম্ভব উজ্জ্বল। খালি পায়ে জলের মধ্যে হাঁটার জন্য ছাত্ররা প্যান্ট গুটিয়ে নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে। সবাই হো কে ঘিরে দাঁড়িয়ে। হো

ট্র্যাক্টর সম্পর্কে কথা বলে চলেছে।
লি আমাকে দেখে বললেন, 'শিক্ষক পিই, এদিকে আসুন। অপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই.....।'
' কোন প্রয়োজন নেই। আমরা পূর্ব পরিচিত।' ব্যপারটাকে চাপা দিতে চাইলাম।
' হয়তো পূর্ব পরিচিত। কিন্তু আপনি এর সঠিক পরিচয় জানেন না।' বলে লি হাসতে লাগলো। 'ইয়ং হো হচ্ছে সেই শ্রমিক অধ্যাপক যাকে আমাদের স্কুলের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে।'
লির কথায় হো বিনীত বাচবেন বলে, - 'আজ সকালেই আমি সংবাদ পেয়েছি। কাজেই একটু দেরী হয়ে গেছে।'
তাহলে ইয়ং হো হচ্ছে সেই শিক্ষক - শ্রমিক এবং শ্রমিক- অধ্যাপক যাকে কমিউন আমাদের জন্য পাঠিয়েছে। এগিয়ে গিয়ে আমি ওর সবল হাত দু'টো সজোরে চেপে ধরলাম। আবেগে মুখ দিয়ে কথা বের হল না।
'আপনি ওদের শেখান। প্রয়োজনে আমি সাহায্য করবো।' হোর কণ্ঠে আন্তরিকতার আভাস।



সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com